NOV. 27 2002

অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মেসবাহ কামালের কুশপুত্তলিকা দাহ করে ছাত্রদল (বাঁয়ে)। ডানে, তার কক্ষের সামনে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ভিড়

—ভোরের কাগজ

ইতিহাসের শিক্ষকের বিরুদ্ধে মনগড়া অভিযোগে ছাত্রদলের তাণ্ডব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দুই মাসের মাথায় আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। একটি ভিত্তিহীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের ক্যাডাররা গতকাল ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামালের কুশপুত্তলিকা দাহ, দরজার নেমপ্লেট ভাঙচুরসহ তার পদত্যাগের দাবিতে কয়েক দফা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

এদিকে ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশি হামলার ঘটনায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে মেসবাহ কামাল সার্বিক সহযোগিতা করায় তার বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে বলে উল্লেখ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক।

জানা গেছে, গত সোমবার দুপুরে মেসবাহ কামালের কক্ষ থেকে একজন ছাত্রীর দৌড়ে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে ছাত্রীর ওপর শিক্ষকের অশালীন আচরণ হিসেবে ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে দেয় একটি মহল। আর তার জের ধরে ছাত্রদল গতকাল ক্যাম্পাসের পরিবেশ অশান্ত করে তোলে। এদিকে প্রকৃত ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

অপরদিকে যে ছাত্রীটিকে নিয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে অশালীন আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে তিনি লিখিতভাবে ভোরের কাগজকে জানান, গত বুধবার দুপুর দেড়টায় তিনি মেসবাহ কামালের কক্ষে যান। সেখানে বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে একটা পর্যায়ে গবেষণার কাজ ও পড়ালেখার কিছু গাফিলতি নিয়ে তিনি প্রচণ্ড বকাবকি করেন। এ নিয়ে তার সঙ্গে তর্কের এক পর্যায়ে মেসবাহ কামাল তাকে চড় মারেন। তখন ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি রুম থেকে দৌড়ে বের হয়ে আসেন। এ সময় সাংবাদিকতা বিভাগের কয়েকজন ছাত্র তাকে দ্রুত যেতে দেখে। ঘটনা মূলত এটুকুই। ঐ ছাত্রী জানান, মেসবাহ কামাল স্যার তার স্থানীয় অভিভাবক এবং তাদের গোটা পরিবারের সঙ্গে স্যারের রয়েছে ভালো সম্পর্ক। উল্লেখ্য, ঐ ছাত্রী মেসবাহ কামাল পরিচালিত গবেষণা ট্রাস্টে গবেষণা সহকারী হিসেবে গত দুই বছর ধরে কাজ করে আসছেন।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

ইতিহাসের শিক্ষকের বিরুদ্ধে

● শেষের পাতার পর

এদিকে অধ্যাপক মেসবাহ কা
জানান, তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ
গবেষণার কাজ করছেন, তাতে
গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করে
আগামী বছর এপ্রিল মাস থেকে
অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তিনি
পড়ালেখা করার জন্য গবেষণা কাজ
সাময়িকভাবে ছুটি নিয়ে ভা
পড়ালেখা করার জন্য বলেন। কি
ছুটি না নিয়ে কাজ করতে
তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে স্থানীয় অ
হিসেবে একটা থাপ্পড় মারলে তিনি
অসম্মান বোধ করে দৌড়ে বের হয়ে
কিন্তু এটা নিয়ে একটি কুচক্রী মহল
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আমি এর
চাই।

এ ছাড়া ঐ ছাত্রী উপাচার্য বরা
লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন
লিখেছেন মেসবাহ কামাল স্যার
স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে মারতে
কিন্তু তাতে আমি মাইন্ড করি না।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, অধ্য
মেসবাহ কামালের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন ক
জন্য কতিপয় অতিউৎসাহী ছাত্রদল
শিবির কর্মী বিষয়টিকে ছাত্রীর স
শিক্ষকের অশালীন আচরণ হিসে
ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে দেয় এবং এই নিয়ে
ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

এর জের ধরে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্রদল বাংলা বিভাগের সভাপতি সাচ্চু, জসীমউদ্‌দীন হল ছাত্রদল ক্যাডার জসীমউদ্দীন, হালিম, মুহসীন হল ছাত্রদলের ক্যাডার শফিক, ইশতিয়াক, নাসিরসহ কতিপয় ছাত্রদল ক্যাডার অতর্কিতভাবে দৌড়ে গিয়ে মেসবাহ কামালের রুমের নেমপ্লেট ভাঙচুরসহ তার কক্ষের এবং ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহর কক্ষে উপর্যুপরি লাথি এবং মেসবাহ কামালের নাম ধরে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। এ সময় ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী শহীদুল্লাহর কক্ষে মেসবাহ কামাল, ঐ ছাত্রী এবং শিক্ষক শরীফ উল্লা ভুঁইয়া অবস্থান করছিলেন। এর আগে ইতিহাস বিভাগের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মেসবাহ কামালকে জড়িয়ে কয়েকটি পত্রিকায় অবমাননাকর মন্তব্য ছাপলে তার প্রতিবাদ জানানোর জন্য পোস্টার লিখতে থাকলে কতিপয় বহিরাগত ক্যাডার তা ছিঁড়ে ফেললে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তার প্রতিবাদ জানায় এবং তাদেরকে ধাওয়া করে। এ সময় ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা সংগ্রাম এবং মানবজমিন পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করে। কিছুক্ষণ পর পুনরায় ছাত্রদলের প্রায় অর্ধশত ক্যাডার এসে মেসবাহ কামালের পক্ষে অবস্থান নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। ইতিহাস বিভাগ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শেখ আব্দুল ওহাব, সোহাগ এবং কামাল নামে তিন ছাত্র আহত হয়। পরে তারা কলাভবনের মধ্যে মেসবাহ কামালের বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল এবং বাইরে ঝাড় মিছিল বের করে এবং অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মেসবাহ কামালের কুশপুত্তলিকা দাহ করে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রদল শিবির ক্যাডাররা আজ ক্যাম্পাসে মেসবা কামালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশে অং নেওয়ার আহ্বান জানায়। পরিস্থিতি কিছু শান্ত হলে পুলিশ পাহারায় মেসবাহ কামা এবং ঐ ছাত্রীকে নিরাপদ স্থানে নি যাওয়া হয়।

এদিকে মেসবাহ কামালের ওপ ছাত্রদলের ক্যাডারদের মারমুখী ভূমিকা ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাধার ছাত্রছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাং শিক্ষক জানান, ২৩ জুলাই গভীর রা শামসুন্নাহার হলে পুলিশি আক্রমণে বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে